দৈনিক বাংলা

তারিখ 13 JAN 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 1

00 053

দৈনিক বাংলা

ঢাকা : বুধবার, ২৮শে পৌষ, ১৩৯৪ : ১৩ই জানুয়ারী, ১৯৮৮

বোর্ডের বই : পুরনো সমস্যা

সেই পুরনো সমস্যা। গত বছরও ডিসেম্বর-জানুয়ারী মাসে বোর্ডের বই নিয়ে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল। ফলে স্কুলের শিক্ষার্থীদের হাতে বই পৌঁছাতে তিন মাস বিলম্ব হয়েছিল। এবারও সমস্যা একই জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। বোর্ডের বই প্রকাশ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। সমস্যা বাঁধাই শ্রমিকদের ধর্মঘট। গত বছরও বোর্ডের বই বাঁধাইয়ের এই মওসুমে শ্রমিকরা তাদের দাবী-দাওয়া নিয়ে ধর্মঘট করেছিলেন, এবারও তারা ধর্মঘটে গেছেন। বোর্ড কর্তৃপক্ষ বলেছেন, বোর্ডের এব্যাপারে কিছু করণীয় না থাকলেও তারা একটা মীমাংসায় উপনীত হওয়ার চেষ্টা করছেন। সে চেষ্টা কতটুকু সফল হবে তা বলা দুষ্কর। কিন্তু সমস্যাটি জটিলই।

তবে এই সংকটের জন্য দায়ী যেই থাকুক না কেন, সংকট সৃষ্টির ফলে মাধ্যমিক পর্যায়ে লেখাপড়া যে বিঘ্নিত হবে তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। গত বছরও বই প্রকাশ বিলম্বিত হওয়ায় মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হয়। এমনিতেই শিক্ষাঙ্গনে সংকটের অভাব নেই, নানা কারণেই বহুদিন পর্যন্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধও থাকে। তার ওপর যদি তিন মাস বই হাতে না পাওয়া যায়, তা হলে ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ার পরিস্থিতি কি দাঁড়াতে পারে সেটা সহজেই অনুমেয়। তবু অল বোর্ড কর্তৃপক্ষ তাদের দায়িত্বও অস্বীকার করেননি। তারা বেসরকারী প্রকাশকদের মাধ্যমে বই প্রকাশ করেন। টেন্ডার দেয়া হয়, টাকা বরাদ্দ করা হয়, বেসরকারী প্রকাশকরা টেন্ডার অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ে বই প্রকাশ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকেন। সে ভাবেই আশা করা হয় যে, নির্ধারিত সময়েই বোর্ডের বই শিশু-কিশোর, ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে পৌঁছে দেয়া হবে। বোর্ডের বই নিয়মিত প্রকাশ হওয়ার ঘটনা একটি বিরল ঘটনার অন্যতম। বোর্ডের বই নিয়ে প্রতি বছরই নানা হুজ্জত লেগেই থাকে। কিন্তু এ ব্যাপারে স্থায়ী সমাধান কখনও অর্জন করা সম্ভব হয়নি। এমনকি গত বছর যে বোর্ডের বই প্রকাশে তিন মাস বিলম্ব হল, তার আলোকে এ বছর আগে ভাগে কেন কোন ব্যবস্থা নেয়া হল না, সেটাও আমাদের বুদ্ধির অগম্য। বোর্ডের বই প্রকাশের ক্ষেত্রে বোর্ড কর্তৃপক্ষ মুদ্রাকর এবং বাইন্ডারদের ভূমিকা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এই বিষয়টি বোর্ড কর্তৃপক্ষ যেমন জানেন, তেমনি জানেন মুদ্রাকররাও। সুতরাং বই প্রকাশের টেন্ডার গ্রহণকালে মুদ্রাকররাই বা বিষয়টি কেন ভেবে দেখবেন না, শ্রমিক সমস্যা থাকলে কেন আগেভাগে তার একটা নিষ্পত্তি করবেন না? স কথাও বোঝা দায়।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বোর্ডের বই প্রকাশের ক্ষেত্রে এই সমস্যার সৃষ্টি হলেও, অন্যান্য বই প্রকাশের ক্ষেত্রে কোন সমস্যা নেই। প্রায় প্রতিদিনই পুস্তক প্রকাশকরা নতুন নতুন বই প্রকাশ করছেন। যে বাইন্ডাররা অন্যান্য বই বাঁধাই করতে পারছেন, তারা বোর্ডের বই বাঁধাই করতে পারবেন না কেন? এক্ষেত্রে কোন অসাম্য থাকলে তা অবশ্যই দূর করা দরকার।

অভিভাবকদের এবং শিক্ষার্থীদের সমস্যা বোর্ড, মুদ্রাকর ও বাইন্ডারদের সমস্যার সঙ্গে জড়িত নয়। তাদের সমস্যা গোটা শিক্ষা ব্যবস্থার সমস্যারই অঙ্গীভূত। কারণ সময়মত বই না পেলে পড়াশোনা বিঘ্নিত হয়, শিক্ষার মান পড়ে এবং শিক্ষার্থীদের অশেষ দুর্ভোগের সম্মুখীন হতে হয়। এ অবস্থা কারও কাছে কাম্য নয়। বোর্ডের বইয়ের মানের প্রশ্ন না তুললেও বলা যায়, শুধুমাত্র সময়মত বই প্রকাশের ক্ষেত্রে বোর্ডের এই ব্যর্থতা মেনে নেয়া যায় না। কারণ শুধু মাত্র এই বই নির্বাচন ও প্রকাশের জন্য স্বৈস্বর্তুক বোর্ডের গঠন। সুতরাং দায়িত্ব তাদের ওপর বর্তায়ই। আমরা চাই বোর্ডের বই প্রকাশের ক্ষেত্রে সকল প্রতিবন্ধকতা অবিলম্বে দূর করা হোক এবং ভবিষ্যতে যাতে বোর্ডের বই প্রকাশ নিয়ে এ ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টি না হয় তার জন্য আগাম ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।